দৈনিক সংবাদ

12 MAR 1986

বালাগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষায় সংকট ॥ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এখনো বই পৌঁছেনি

12 MAR 1986 ...
কলাম...|... ...

079

সিলেট, ৮ই মার্চ, (জেলা বার্তা পরিবেশক)।--সিলেটের আদর্শ উপজেলা বালাগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। এ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই নানা সমস্যা।

বালাগঞ্জ উপজেলার ১৪২টি সরকারী ও ১৭টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর বর্তমান সংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। এই হিসেবে এখানে কমপক্ষে ৮৭৫জন শিক্ষক থাকার কথা। অথচ শিক্ষকের পদ আছে মাত্র ৪৭৩টি। এরমধ্যে ৬৪টি পদ দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, ক'জন শিক্ষকের অবসর গ্রহনের ফলে শূন্যপদের সংখ্যা মাসখানেকের মধ্যেই ৭৪-এ গিয়ে দাঁড়াবে। মূলতঃ নিয়োগপ্রাপ্তির পর পর শিক্ষকরা অন্যত্র বদলি হয়ে যাবার দরুনই পদগুলো শূন্য হয়ে পড়েছে বলে সূত্রটি জানায়। উপজেলা পদ্ধতি চালুর পর শিক্ষক নিয়োগ করতে গিয়ে প্রচলিত নিয়মবলী রক্ষা করা হলে এ অবস্থার সৃষ্টি হত না। একই সূত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, বারবার আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও শূন্যপদগুলো পূরণের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একদম নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

বিনামূল্যের পাঠ্যবই নিয়েও নানা কথা উঠেছে। পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যেই ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বইগুলো নিজ নিজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে পৌঁছে যাবে এবং সাথে সাথে বিতরণ সম্পন্ন হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত শতকরা ৪০ ভাগের মতো ছাত্র-ছাত্রীর হাতে কোন বই পৌঁছেনি। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বই দেয়া হয়েছে বিজ্ঞান, ইংরেজী ও ধর্ম শিক্ষা ছাড়া। এদিকে বাজারেও বইয়ের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই। দামও চড়া। আবার পুরো সেট ছাড়া বাজারে কোন বই বিক্রি হয় না। সেই সাথে রয়েছে অর্থ বইয়ের চাপ।

বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্প সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে বিস্তর। এই প্রকল্পের অধীনে বালাগঞ্জ উপজেলায় ৮৪টি এক কক্ষবিশিষ্ট বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কথা থাকলেও গত ৩ বছরে বড়জোর ২০টি ভবনের নির্মাণকাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। টিউবওয়েল স্থাপনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিদ্যমান। স্থাপিত টিউবওয়েলগুলোর বেশীর ভাগের পানি ব্যবহারের অনুপযোগী।

বিদ্যালয়ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে যে, শিক্ষা বিভাগের এমন কি শিক্ষকদের সাথে পর্যন্ত কোন ধরনের যোগাযোগ না করেই সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে ভবনগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণকাজ অত্যন্ত নিম্নমানের। বালি ও সিমেন্টের অনুপাতে ব্যাপক গড়মিল লক্ষণীয়। এ কারণে দেয়ালগুলো নড়বড়ে থেকে যাচ্ছে এবং নির্মাণ কাজ শেষ হতে না হতেই সেগুলো ভেঙ্গে যেতে শুরু করেছে। শৌচাগারগুলো আকারে খুবই ছোট। পুরনো ভবনগুলোর সংস্কারের নামে দরজা জানালায় রং লাগানো ছাড়া আর কিছুই করা হচ্ছে না। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি আসবাবপত্রও ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে।

তাজপুর ইউনিয়ন কেন্দ্রের শিক্ষা ভবনটির নির্মাণ কাজে কারচুপি ধরা পড়ায় দু'দফায় ভেঙ্গে ফেলে নির্মাণ করতে হচ্ছে। নির্মাণ কাজ এখনও অনেক বাকী। দীর্ঘ তিন বছরে এই ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। থানিকাপন বিদ্যালয় ভবনের একটি দেয়ালও ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে নির্মাণ করতে হচ্ছে।

বিষয়টি সম্পর্কে উপজেলা শিক্ষা বিভাগের একজন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিশ্ব ব্যাংক প্রকল্পের অধীনে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের দোহাই দিয়ে কিছু লোকের পকেট ভারী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তার মতে, শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষকদের সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের বিষয়টি সত্যিই রহস্যজনক।